মরহুমা সাজেদা বেগম চৌধুরী স্মরণে

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

মরহুমা সাজেদা বেগম একটি খরস্রোতা নদীর নাম। বিচিত্র প্রবাহে নদী যেমন এগিয়ে যায় ভাঙা-গড়ার খেলায, সাজেদা বেগমও তেমনি জীবন শুরু করেছিলেন ১৯৩০ সালে আর প্রকৃতির ইচ্ছায় শেষ করেছিলেন ৩০ আগস্ট ২০০২ সালে। তখনকার দিনে জন্ম তারিখ লিখে রাখার রেওয়াজ না থাকায় সঠিক জন্মতারিখ পাওয়া না গেলেও ধারণা করা হয় তার জন্ম সাল ছিল ১৯৩০। নদীর উৎস-মুখ যেমন কোন সুশোভিত ঝর্ণাধারা তেমনি সাজেদা বেগমের উৎসমুখও ছিলো বড়ই মনোহর। নদী বিধৌত জনপদ যেমন বৈচিত্র আর প্রাণরসে হয় সমৃদ্ধ, তেমনি সাজেদা বেগমের জীবনের শেষ দৃশ্যটুকুন ছিলো সফলতা আর উজ্জল গৌরবের।

হাটহাজারী থানার মদার্শা ইউনিয়নের সুপরিচিত ব্যারিষ্টার বাড়ীতে তাঁর জন্ম। বিচিত্র এবং বর্ণিল জীবনের অধিকারী মরহুমা সাজেদা বেগম ছিলেন একজন রত্নাগর্ভা মা। তিনি সমাজে পরিচিত ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, নামজাদা ব্যরিষ্টার, বিখ্যাত চিকিৎসক এবং স্বনামধন্য কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের মা হিসেবে। তিনি শিল্পপতির স্ত্রী এবং একজন সফল মহিলা উদ্যোগতা হিসেবেও সমাজে পরিচিতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন আদর্শবান পুর্ণাঙ্গ একজন মা। চার ভাই চার বোনের মধ্যে মরহুমা সাজেদা বেগম ছিলেন পরিবারের বড় সন্তান। মরহুমা ছোট বেলায় অন্দর মহলে পিতা মরহুম ডঃ মৌলানা ব্যারিষ্টার ছানাউল্লাহ কাছে ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় কলিকাতার বিখ্যাত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউট থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। স্কুলের গন্ডি পেরোতে না পারলেও তাঁর অধ্যয়নের পরিধি ছিলো ব্যাপক। বংকিম, বিভুতি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুফিয়া কামাল, ম্যাক্সিম গোর্কি পর্যন্ত্ম তাঁর বিচরণ ছিলো এবং বিশ্বের স্বনামধন্য লেখকদের লেখাই ছিলো তার নির্জনতার সঙ্গী। মরহুমার সমাজ এবং মানুষের প্রতি যেমন মমত্ব ছিলো তেমনি সাহিত্যের প্রতিও ছিলো অগাধ ভালবাসা আর নিরন্ত্মর আগ্রহ।

মরহুমা সাজেদা বেগম মৃত্যু নিয়ে সবসময়ই একটা কথা বলতেন। কথাটি হলো "এবার মায়া কাটানোর পালা, সংসারের মায়া কাটানোর চেষ্টা করছি"। খুবই সাদামাটা কথা। অতিসাধারণ কথা দিয়ে তিনি গভীর দর্শনের কথা বলতেন। মৃত্যুকালে আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-মেয়েদের উপস্থিতি কামনা করতেন না। ছেলে-মেয়েদের তিনি সবসময় বলতেন, তোরা কেউ আমার মৃত্যু-শয্যার পাশে থাকিস না। আমার কষ্ট হবে, তোদেরও কষ্ট হবে। আল্লাহর ধন আল্লাহ নিয়ে যাবেন কিন্তু মৃত্যুকালে মা-সন্ত্মানদের এই কষ্টাকষ্টিতে আল্লাহ নারাজ হতে পারেন। মাত্র ২৭ বছর বয়সে মরহুমা সাজেদা বেগম স্বামী হারিয়ে বিধবা হন। স্বামী ছিলেন চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠিত নামজাদা ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি সিরাজুল ইসলাম মাহমুদ চৌধুরী। বেগম রোকেয়ার আদর্শে লালিত মরহুমা সাজেদা বেগম স্বামীর মৃত্যুর পর সাহসী অথচ ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন সংসারের ঘরে-বাইরের পরিপূর্ণ হাল ধরতে। ব্যবসায়ী স্বামীর ব্যবসাও

তিনি পরিচালনা করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে, কিন্তু কখনো তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য পর্দাপ্রথা একটুও ভাঙেননি। সবসময়, সব পরিবেশে তিনি পর্দানশীন। কঠোর পর্দানশীন। স্বামীবিহীন সংসারে তিনি কখনো ব্যবসার কাজে নিজের ছেলে-মেয়েদের নাক গলাতে দেননি। তাঁর ধারণা ছিল, ছেলে মেয়েরা টাকা রোজগারের পথ দেখলে পড়ালেখা হয় না। তাই তিনি সারাটি জীবন একাকীই মুখোমুখি হয়েছেন সংসারের যাবতীয় ঝড়, বিপদ আর সমস্যার। কখনো ছেলে-মেয়েদের বুঝতে দেননি সংসারের অভাব, সমস্যা, ব্যথা। তাঁর প্রিয় উপন্যাস ছিল, সংগ্রামী লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির বিখ্যাত "মা",। "মা" উপন্যাসের সংগ্রামী অথচ পরিপূর্ণ স্নেহশীল "মা" চরিত্রটিই তাঁকে বেশী নাড়া দিতেন। তিনি জীবনের আদর্শ হিসেবে, হতাশার মাঝে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে ওই চরিত্রটিকে স্মরণ করতেন সবসময়। তিনি বেগম রোকেয়ার সংগ্রামী পর্দানশীন সংগ্রামী জীবনের সাথেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন বেগম রোকেয়া আর বেগম রোকেয়ার কঠিন সংগ্রামী জীবনী ছিল মরহুমার চলার পাথেয়। সবসময় তিনি বেগম রোকেয়ার আদর্শের কথা বলতেন। প্রচারবিমুখ মহিয়সী মরহুমা সাজেদা বেগম নীরবে কল্যাণমূলক কাজ করতে পছন্দ করতেন। কখনো নিজের সম্পর্কে কাউকে বলতেন না, জানতে দিতেন না। তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো তিনি বই পড়তে ভীষণ পছন্দ করতেন। বই পড়ে তিনি পৃথিবীর অনেক মহৎ এবং সফল মানুষের জীবনী সম্পর্কে জানতেন। একজন স্কুল পড়ুয়া গৃহবধূ হয়েও তিনি আমেরিকার বিখ্যাত জন এফ কেনেডি পরিবার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতেন এবং তা জেনেছেন বই পড়ে।

মরহুমা সাজেদা বেগম ছোটবেলা থেকেই ছিলেন প্রচন্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আত্মপ্রত্যয়ী এবং দৃঢ়চিত্তের অধিকারী। সহজেই তিনি বাড়ীর ছোট বড় সকলের শ্রদ্ধা, সম্মান আদায় করে নিতে পারতেন। কখনো কারো সাথে দুর্ব্যবহার করতেন না। তাঁর নিজ গ্রামের বাড়ী এবং শশুর বাড়ীর প্রত্যক্ষদর্শী প্রতিবেশীদের মতে তিনি ছিলেন বিরল চরিত্রের সত্যিকারের একজন ভাল মানুষ। তিনি কঠোর পর্দাপ্রথা রক্ষা করতেন কিন্তু কখনো জনবিচ্ছিন্ন হননি। পর্দার অন্তরালে থেকে তিনি দক্ষতার সাথে আন্তরিকতার সাথে জনসংযোগ রক্ষা করতেন, ঘরের এবং বাইরের, দেশের এবং বহির্-বিশ্বের খোঁজ খবর রাখতেন। জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি তাঁর সুফি বাবার মতো ধর্মীয় জীবন-যাপনে পুরোপুরি আত্ম-মগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর বাবা ব্যরিষ্টার মৌলানা ছানাউল্লাহর জীবদ্দশায় বড়কন্যা হিসেবে সবসময় কাছাকাছি থাকতেন, সেকারণে বোধহয় বাবার ধর্মীয় অনুভুতি, ধ্যান, চিন্তা-চেতনা সব কিছুই মরহুমা সাজেদা বেগমের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেন। তিনি সবসময় খোদার কাছে পরিপূর্ণ শুকরিয়া আদায় করতেন। কারণ তিনি জীবনে যাকিছু চেয়েছেন মহান আল্লাহ তাই দান করেছেন। মৃত্যুর আগে তিনি বিশেষ করে মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত একনাগাড়ে জায়নামাজে বসে থাকতেন। অতিথিপরায়ণ সাজেদা বেগম এসময়ে কোন অতিথি এসে পড়লে তাদেরও সমাদর করতে ভুলতেন না। নামাজের বৈঠক থেকে উঠে এসে তিনি মেহমানদের খোঁজ খবর নিতেন। কাজের লোকদের নাস্তা দেয়ার তাগদা দিয়ে আবারো নামাজে বসে পড়তেন। মরহুমা সাজেদা বেগম নিজের ছেলে-মেয়েদের কাছে ছিল পরম আদর্শ। কখনো কোন ছেলে মেয়েকে মায়ের কথার অবাধ্য

হতে দেখা যায়নি। প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে ছিল অত্যন্ত বাধ্যগত সন্তান। তিনি তাঁর ছেলে-মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন করেন নিজের পছন্দমতো। এক্ষেত্রে কোনসময়ই ছেলে- মেয়েদের পছন্দের সাথে তাঁর পছন্দের দ্বিমত অথবা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়নি। তিনি যখন যা বলেছেন তা সকলেই সর্বান্তকরণে সর্বাংশে মেনে নিয়েছেন।

ফুল কি শুধু ঝরে যাওয়ার জন্যই ফোটে নাকি নীরবে সৌরভ ছড়াতে ফোটে! সমাজে কন্যা শিশুর জন্ম কি শুধু কিশোরী হয়ে কিংবা বধূ হয়ে স্বামীর ঘরে যাওয়ার জন্যে! স্ত্রী থেকে মা হওয়াই কি তার গন্তব্য! সংসারের ঘুর্নীতে হারিয়ে যাওয়া, বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগা অতপর ভগ্ন স্বাস্থ্য ও নানা ধরণের জীবন যন্ত্রণায় ভুগতে ভুগতে সু-সন্তান তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগের জন্যই মা! সফল মাতৃত্বের গৌরব এদেশের ক'জন মাকে গৌরবান্বিত করতে পারে! সন্তানদের সাফল্যের স্বাদ যে তৃপ্তির, আনন্দের তার খবর কি সমাজ রাখে! মরহুমা সাজেদা বেগম একজন সফল মা।

ধীসম্পন্ন, শান্ত, স্নিগ্ধশ্রী এক নিভৃতচারী, প্রচারবিমুখ, গরীবের বন্ধু, দুঃখীর আপনজন, দানশীল কোমলমনা সাজেদা চৌধুরীর কথা বার বার মনে হচ্ছে আজ। আমার সৌভাগ্য আমার মাতৃত্বের স্রোতধারা আমাকে তাঁর কাছে পৌঁছার সুযোগ করে দেয়। আমার বড় মেয়ে মুন্নীর সাথে তাঁর বড় ছেলে আনিসের বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে আমরা পরস্পর কাছে আসার সুযোগ পাই। আমরা দু"জন সম্পর্কে বেহাইন। বেহাইন সম্পর্ক মধুর হাস্য রসিকতার সম্পর্ক হলেও মরহুমার ব্যক্তিত্ব এবং গাম্ভীর্যতায় আমাকে তাঁর কাছে চিরদিন শিক্ষানবীশই মনে হয়েছে। একজন ছোটবোন হিসেবে তাঁকে পরম শ্রদ্ধায় পরম ভক্তি দিয়ে সম্মান করে এসেছি। বার বার হতে চেয়েছি তাঁর মতো। তাঁর আদর্শ, চিন্তাধারা আমাকে মোহিতের মতো বার বার টেনে নিয়েছে তাঁর সান্নিধ্যে। দু'বোন একান্তে বসে গল্প করেছি, হেসেছি, অতীত-ভবিষ্যত ব্যবচ্ছেদ করেছি। আদর-অ্যাপায়নে, মমতায় প্রতিবারে তাঁকে নতুনভাবে আবিস্কার করেছি। সবসময় মনে হতো এই সন্যাসিনীর সহচার্যে আমি এক নির্মল আনন্দের ঝর্ণাধারায় ভেসে বেড়াচ্ছি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর বৈধব্যের কথা শুনেছি। দারুণ প্রতিকুলতায় তিন শিশু পুত্র এবং এক অবুঝ কন্যা শিশুর বেড়ে উঠার গল্প শুনেছি। সমাজ সচেতন সাজেদা বেগম ম্যাক্সিম গোর্কির বিখ্যাত মা উপন্যাস পড়েছেন। এনকারিনা পড়েছেন। শুধু পড়া নয়, পঠিত বই সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ, গঠনমূলক আলোচনা/ মন্তব্য করতেন। পৃথিবীর বিখ্যাত পরিবার জন এফ কেনেডি পরিবার সম্পর্কে তাঁর প্রচন্ড আগ্রহ ছিলো। কেনেডি পরিবার নিয়ে করা চলচিত্র দেখতে দেখতে তিনি বলতেন, কেনেডি পরিবারের সন্তানদের সাথে তাদের ঐশ্বর্যের বিষয় আলোচনার দরকার কি! তাদের জীবনযাত্রা, মন-মানষিকতা নিয়ে আলোচনা ছিলো তাঁর পছন্দের বিষয়গুলোর মধ্যে একটি। তিনি সন্তনদের সামর্থের চেয়ে সাধারন পোষাক পরিচ্ছেদ দিতেন। পাড়া পড়শি বন্ধুদের সাথে সমতা রক্ষা করে চলা শিখিয়েছেন। ঈদে গরীব দুঃখীদের অত্যন্ত দরদের সাথে নতুন কাপড় দান করতেন। কঠিন পর্দানশীন হলেও তিনি আত্মীয়তা ও সামাজিকতা বর্জিত ছিলেন না। মরহুমার ঘনিষ্ট দুই আত্মীয়ার অসুস্থতায় আমি তাঁকে একনিষ্ট

সেবিকার রূপে দেখেছি। এমন দ্যুতিময়ী মহিলার চরিত্রের স্মরণে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এর কথা মনে করিয়ে দিতো। হিমের রাতে একান্ত্ম আপন ভুবনে নিজের কাছে বসে অন্ত্মরের সবটুকুন মঙ্গল কামনায় দ্বীপ জ্বেলে শ্রদ্ধাবনতায় স্মরণ করি মাঝ পথে হারিয়ে ফেলা সেই প্রিয়জনটিকে, আমার সুখ-দুখের সারথী মরহুমা সাজেদা বেগম।

শামসুমসুন্নাহার রহমান পরাণ, চেয়ারম্যান, ঘাসফুল এন.জি.ও, পশ্চিম মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম